ভোরের কাগজ

27 JUN 2003
পৃষ্ঠা ... ১৭ ... কলাম ... ৩

রংপুরে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ

অনেকের জালিয়াতি করে চাকরি লাভ

বঞ্চিতদের মিছিল সমাবেশ

উত্তরাঞ্চল প্রতিনিধি : বৃহত্তর রংপুরের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রায় অর্ধেকই নিজেকে নিজ জেলা ও উপজেলার পরিবর্তে অন্য জেলা ও উপজেলার স্থায়ী বাসিন্দা দেখিয়ে চাকরি নেবার চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস হয়েছে। এর ফলে চাকরি বঞ্চিত প্রার্থীরা মিছিল সমাবেশ করে জালিয়াতির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্তদের নিয়োগ বাতিলের দাবি জানিয়ে স্ব স্ব উপজেলা নির্বাহী ও শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছেন।

জানা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগের জন্য প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে জেলা ও উপজেলা কোটা অনুযায়ী নিয়োগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছিলো। ফলে অনেক প্রার্থী নিজেকে নিজ জেলা ও উপজেলার পরিবর্তে অন্য জেলা ও উপজেলার স্থায়ী বাসিন্দা দেখিয়ে পৌর বা ইউপি চেয়ারম্যানের জাল স্বাক্ষরযুক্ত সনদপত্রসহ আবেদন করেন। এভাবে অন্তত শতকরা ৫০ জন প্রার্থী জালিয়াতির মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা কোটায় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেন এবং পরে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ঐ সব শিক্ষক-শিক্ষিকা জেলা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে যোগদানের অনুমতি নিতে কিংবা যে স্কুলে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে সেখানে যোগদান করতে গেলে ধরা পড়ে যে তারা অন্য জেলা বা উপজেলার বাসিন্দা।

এ ধরনের ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর জেলা ও উপজেলা কোটায় চাকরি বঞ্চিত প্রার্থী ও তাদের অভিভাবকরা ক্ষুব্ধ হন। বঞ্চিত প্রার্থীরা রংপুর জেলার বদরগঞ্জ, মিঠাপুকুর, তারাগঞ্জ, পীরগঞ্জ, পীরগাছা লালমনিরহাট জেলার সদর, আদিতমারী, হাতিবান্ধা, কালীগঞ্জ ও পাটগ্রাম; কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর, চিলমারি, রৌমারি, রাজিবপুর; কুড়িগ্রাম জেলার সদর, রাজারহাট, নাগেশ্বরী, ফুলবাড়ি ও ভুরুঙ্গামারী এবং গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি, সুন্দরগঞ্জ, সাঘাটা, সাদুল্লাপুর, পলাশবাড়ি ও গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তারা ব্যানার ফেস্টুনসহ মিছিল সহকারে স্ব-স্ব উপজেলা নির্বাহী ও শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে গিয়ে অবিলম্বে ওই সমস্ত নিয়োগ প্রাপ্তদের নিয়োগ বাতিল, উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের শাস্তিদানের ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি এ ব্যবস্থায় যে পদ শূন্য হবে সেই পদ সমূহে পুনঃপরীক্ষা গ্রহণের দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করেন।